গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৯ বর্ষ ১১ সংখ্যা | ৯ - ১৫ অক্টোবর ২০২৬ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

বিশ্ববন্দিত মনীষীদের অবমাননার প্রতিবাদে
বামদলগুলির আহ্বানে সমাবেশ

বিজেপি পরিচালিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার এখন দেশ-বিদেশের মনীষীদের নামাঙ্কিত রাস্তার নাম পরিবর্তনের জন্য উদ্যোগী হয়ে উঠেছে। এর জন্য দীর্ঘদিনের সর্বজনগ্রাহ্য নীতি বিসর্জন দিয়ে শিক্ষাবিদ, ইতিহাসবিদ, স্থাপত্য ও নগর বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞদের মতামত, এলাকার মানুষের মতামত, ঐতিহ্য ইত্যাদি কোনও কিছুর তোয়াক্কা না করে এক স্বঘোষিত ধর্মীয় মহারাজকে নামকরণ কমিটির শীর্ষস্থানে বসিয়ে সর্বজনশ্রদ্ধেয় মনীষীদের নাম কলকাতা সহ রাজ্যের অন্যান্য জেলার রাস্তা থেকে মুছে ফেলতে চাইছে।

১২ অক্টোবর, এসপ্ল্যানেড লেনিন মূর্তির পাদদেশ, ৩টা

ইতিমধ্যেই তারা যে সমস্ত বিশ্ববন্দিত মনীষীর নামাঙ্কিত রাস্তার নাম তাদের মর্জি-মাফিক পরিবর্তনের চেষ্টা করছে, তার মধ্যে আছেন সারা বিশ্বের বহু মনীষীর শ্রদ্ধাভাজন এবং শোষণমুক্ত মানবসমাজ গঠনের পথের দিশারি মহান কার্ল মার্ক্স, দুনিয়ার বুকে প্রথম শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের স্থপতি, সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক দাসত্ব মুক্তির লক্ষ্যে পরিচালিত স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথী মহান লেনিন, যিনি ছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, ভগৎ সিং সহ এ দেশের বহু স্বাধীনতা সংগ্রামী ও বিপ্লবীদের অনুপ্রেরণার উৎস। তাঁর প্রতিষ্ঠিত সোভিয়েত ইউনিয়নকে তীর্থস্থান বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এছাড়াও এই তালিকায় নাম রয়েছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বর্বর দখলদারির বিরুদ্ধে এশিয়ার

দুয়ের পাতায় দেখুন

এসআইআর বাতিলের দাবিতে ওড়িশায় বিশাল বিক্ষোভ

এসআইআর বাতিল ও জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে ওড়িশার ভুবনেশ্বরে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার অফিসের সামনে বিক্ষোভ। ২৮ সেপ্টেম্বর

রাজ্যে বিজেপি সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ও বাস্তবতা

নতুন সরকার ক্ষমতায় এসেছে পাঁচ মাসের কিছু বেশি। মাত্র পাঁচ মাসে কোনও সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের এত ক্ষোভ এর আগে দেখা যায়নি। ভোটের আগে তো এই সরকারের নেতা-মন্ত্রীরা কল্পতরু সেজেছিলেন! তাঁদের ভাব এমন ছিল যে, ক্ষমতায় এলে জনগণের কোনও অভাব, কোনও অসুবিধা তাঁরা রাখবেন না। এই যদি তাঁদের প্রতিশ্রুতি থাকে, তবে তো জনগণের তাঁদের মাথায় করে রাখার কথা। তার বদলে তাঁদের মনে এত ক্ষোভ কেন?

ক্ষমতায় আসার আগে কী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাঁরা, আর বাস্তবে কী পেয়েছে জনগণ— এক নজরে দেখে নেওয়া যাক। নির্বাচনের আগে বিজেপির সংকল্পপত্রে লেখা ছিল, সরকারে এলে তারা মহিলাদের অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার দেবেন মাসে ৩০০০ টাকা করে। বাস্তব হল, বিস্তর নথি পূরণের পর, চূড়ান্ত

দুয়ের পাতায় দেখুন

এআইকেকেএমএস-এর ডাকে জেলায় জেলায় কৃষক মহাসমাবেশ

দেশের অন্নদাতা কৃষক সমাজ গভীর সংকটের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। ফসল ফললেও তাঁরা নিজেরা তার দাম নির্ধারণ করতে পারেন না, ন্যায্য মূল্যও পান না। অথচ উৎপাদনের সাথে যাদের কোনও যোগ নেই, সেই দেশি-বিদেশি শিল্পপতি ও ফড়েরা ফসলের দাম এমনভাবে নির্ধারণ করে যাতে তাদের মুনাফা সর্বাধিক হয়, কৃষকের লোকসান যাই হোক না কেন। ফলে ফসলের খরচ তুলতে না পেরে ঋণের বোঝা বইতে হয় দরিদ্র কৃষকদের। ঋণ মেটাতে না পেরে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হন এই কৃষকরাই। এই দুরবস্থা দূর করা, কর্পোরেট রাজ খতম করা, ফসলের উৎপাদন খরচের কমপক্ষে দেড় গুণ হারে এমএসপি

চারের পাতায় দেখুন

এআইকেকেএমএস-এর ডাকে দক্ষিণ বারাসাতে কৃষক সমাবেশের একাংশ। ৩০ সেপ্টেম্বর

রাজ্যপালের উদ্যোগে ১৯৪৬-এর দাঙ্গা বিষয়ে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন গর্হিত কাজ

রাজ্যপালের উদ্যোগে ১৯৪৬ সালের দাঙ্গা বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজনের তীব্র প্রতিবাদ করে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ৫ অক্টোবর এক বিবৃতিতে বলেন,

রাজ্যপাল '১৯৪৬ সালের কলকাতার গণহত্যাযজ্ঞ, কারণ ও ফলাফল সমূহ' ও 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম লিগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস, ভারতের চিরায়ত সভ্যতার ওপর এক মারাত্মক আক্রমণ' বিষয়ক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছেন এবং রাজ্য শিক্ষা দফতরের তরফ থেকে তা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে জানানো হয়েছে। প্রথমটি স্কুল ও দ্বিতীয়টি কলেজ পড়ুয়াদের জন্য। এমন সংবেদনশীল বিষয়ের ওপর ইতিপূর্বেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস দেড়েক আগে বক্তব্য রেখে তিনি শিক্ষাবিদ ও ইতিহাসবিদদের সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিলেন। '৪৬-এর গণহত্যা ভারতের ইতিহাসে এক কলঙ্কজনক অধ্যায়— যাতে উভয় সম্প্রদায়ের হাজার হাজার গরিব মানুষকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিল— শিশু ও নারীরা যার শিকার হয়েছিল বেশি। বহু নারী পাশবিক অত্যাচারের শিকারও হয়েছিল। ইতিহাসবিদদের মতে, যে অংশে যে সম্প্রদায়ের শক্তি কম ছিল সেখানে তাদের প্রাণহানি হয়েছিল বেশি। শেষপর্যন্ত মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের মৃত্যু হয়েছিল বেশি। এই দাঙ্গার স্মৃতি এ দেশের, বিশেষ করে এ রাজ্যের মানুষের কাছে অত্যন্ত দুঃখের এবং হৃদয়বিদারক, যা কখনওই উদযাপনের বিষয় হতে পারে না।

ইতিহাস সচেতন যে কোনও মানুষ জানেন, পরবর্তী দেশভাগের প্রস্তুতি হিসাবেই ক্ষমতালোভী রাজনৈতিক শক্তিগুলি এই নৃশংস ঘটনাকে মদত

দুয়ের পাতায় দেখুন

বিজেপি সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ও বাস্তবতা

একের পাতার পর

হয়রানি পেরিয়ে, এখনও অজস্র প্রান্তিক মহিলা অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার পাননি। বঞ্চিত মহিলারা কোথাও রাস্তা অবরোধ, কোথাও বিডিও অফিস ঘেরাও, পঞ্চায়েত প্রধান দপ্তরে ধরনা, বিক্ষোভ ইত্যাদি করে চলেছেন। অবস্থা বুঝে মুখ্যমন্ত্রীর গলায় ভিন্ন সুর— ভাতা পেয়ে মানুষগুলোর অভ্যাস নাকি খারাপ হয়ে গিয়েছে, তাই ভাতার সংস্কৃতি বন্ধ করে দেবেন তাঁরা। ভাতা তাঁরা বন্ধ করতেই পারেন। কিন্তু সমস্ত পরিবারে জীবনধারণের উপযুক্ত রোজগারের ব্যবস্থা? না, তার কোনও সদুত্তর নেই। তা হলে ভোটের আগে এ সব বলেননি কেন?

মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, বিজেপি জিতলে গ্রাহককে ২০০ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ ফ্রি করে দেবেন। বাস্তবে নতুন সরকার গদিতে বসামাত্রই ঘোষণা হল, স্মার্ট মিটার বাধ্যতামূলক। গ্রাহকদের টাকা লুঠের যন্ত্র স্মার্ট মিটার— সৌজন্যে আদানি কোম্পানি। অন্যান্য রাজ্যে ইতিমধ্যে যার বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় মানুষ চরম ক্ষুব্ধ, সেই স্মার্ট মিটার লাগানোর ফরমান পেল রাজ্যবাসী। বিদ্যুৎ গ্রাহক সংগঠন অ্যাবেকার আন্দোলনের চাপে পিছু হটেছে সরকার। কিন্তু ২০০ ইউনিট ফ্রি বিদ্যুৎ— তার কী হবে? ওগুলো কথার কথা, ভোটের আগে বলতে হয়! এ দিকে আবার নতুন সরকার ঘোষণা করেছে, দুর্গাপূজায় ক্লাবগুলোকে এক লাখ টাকা অনুদানের পাশাপাশি সমস্ত বিদ্যুৎ খরচ ফ্রি। এই বিদ্যুৎটা কি গোয়েঙ্কাই রাজ্যের পুজো-ক্লাবগুলোকে দিচ্ছে? মোটেও তা নয়। এর খরচ পরোক্ষে আদায় করে নেওয়া হবে জনগণের পকেট কেটেই।

নির্বাচনের আগে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা ছিল— বিজেপিকে ক্ষমতায় আনলে, রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার প্রতি ৪৫০ টাকায় পাবে সাধারণ মানুষ। বাস্তবটা ঠিক তার উল্টো। রান্নার গ্যাসের দাম দফায় দফায় বেড়েছে এবং এই পুজোর আগে আবার বাড়তে চলেছে।

এরপর অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আসা যাক, যা নিয়ে রাজ্য, দেশ উত্তাল হয়েছিল এক সময়। পূর্বতন সরকারকে হঠানোর দাবি ব্যাপক হয়ে উঠেছিল এই ইস্যুগুলিতে। যেমন, আর জি করের নির্যাতিতার বিচার চেয়েছিল জনগণ। ইডি, সিবিআই, আইন-আদালত কেউই প্রকৃত তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেনি। আন্দোলন ভাঙতে পূর্বতন সরকার নানা রকম পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। তা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষ আন্দোলনেই আস্থা রেখেছিল। ঠিক এক বছর আগে 'জাগো নারী জাগো বহ্নিশিখা'র আহ্বানে রাজ্যের নারীশক্তি নতুন করে আন্দোলনের জোয়ার আনতে সমর্থ হয়েছিল। তারও আগে রাত দখল সহ অসংখ্য কর্মসূচিতে লক্ষ লক্ষ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ঘটেছিল। অভয়ার বিচারের দাবিতে সরব হয়ে উঠেছিল সুদূর পাহাড় থেকে সমুদ্র, বনাঞ্চল। কিন্তু তাতে শেষপর্যন্ত আস্থা রাখতে পারেননি নির্যাতিতার পরিবার। নির্যাতিতার মা রত্না দেবনাথ বিধানসভার প্রার্থী হলেন এই যুক্তিতে যে, ক্ষমতায় এলে মেয়ের বিচার ছিনিয়ে আনবেনই। তিনি জিতলেনও। কিন্তু বিচার? আদৌ তা মিলবে কি না— আজও তা চূড়ান্ত অনিশ্চিত।

নতুন সরকার এলে যে ফাইলগুলো খুলবে বলে মানুষ আশা করেছিল, তার ওপর জমা ধুলোর স্তর আরও পুরু হয়েছে। বিধায়ক নির্যাতিতার মা এতদিনে বলছেন, সিবিআই কিছু করছে না, বিচার প্রক্রিয়া এগোচ্ছে না। আর মুখ্যমন্ত্রী নাটকীয় ভঙ্গিমায়, ১৫ আগস্টের ভাষণে চিৎকার করে বলছেন, অভয়া ভুলিনি, অভয়া ভুলিনি.. অভয়া ভুলিনি...। তারপর? তারপর, বারুইপুরের ছোট্ট মেয়েটির গণধর্ষণ ও নৃশংস খুনের ঘটনায় যখন উত্তাল পরিস্থিতি, তখন কেন রত্না দেবনাথ সরব নন, এই অভিযোগ তুলে তাঁর বিরুদ্ধে কুমন্তব্য করে ১৫ লক্ষ টাকা কামিয়ে নিয়েছেন রেডিও জকি প্রিয়াঙ্কা সরকার। অভিযোগ উঠছে— ওই টাকা দিয়েছে বিজেপি। কার বিরুদ্ধে কুমন্তব্য করার জন্য? যিনি বিজেপি দলের বিধায়ক তথা আর জি করের নির্যাতিতার মা। এই ঘৃণ্য খেলায় হারিয়ে গেল বিচার চাওয়ার আর্তি।

এরপর আসা যাক শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে। পূর্বতন তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল ডিএ না দেওয়া, নিয়োগ দুর্নীতি, ২৬ হাজার চাকরিচ্যুত শিক্ষকের চাকরি ফেরাতে ব্যর্থ হওয়া ইত্যাদি। ক্ষমতায় আসার আগে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী এ ক্ষেত্রেও সদর্পে ঘোষণা করেছিলেন, 'আমাদের ক্ষমতায় আনুন। আমরা ২৬ হাজার শিক্ষকের চাকরি ফিরিয়ে দেব। বকেয়া ডিএ মিটিয়ে দেব।' সে প্রতিশ্রুতি পূরণ তো হয়নি, উল্টে প্রতিশ্রুতি মনে করিয়ে দিতে গেলে জোটে পুলিশের লাঠি, হয়রানি ইত্যাদি।

কিন্তু কিছুই কি বদল হয়নি? হয়েছে। ৯৯৭টি সরকারি স্কুল তুলে দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী পূর্বের তুলনায় গলায় আরও জোর এনে ঘোষণা করেছেন রাজ্যে ১০০০টি আরএসএস পরিচালিত সরস্বতী বিদ্যামন্দির তিনি খুলবেন। এ দিকে টেটের ফাঁদে পড়েছে সরকারি স্কুলের গোটা শিক্ষক সমাজ। বছরের পর বছর শিক্ষকতা করার পর, টেট পরীক্ষা পাশ করতে না পারলে তাঁদের চাকরি চলে যাবে। টেট বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টের রায় বলে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার এড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এ সম্পর্কে তাদের বক্তব্য কী, তা কোর্টে জানাচ্ছে না। এমনিতে শিক্ষকের অভাবে সরকারি স্কুলগুলো ধুঁকছে। তার উপর যাঁরা আছেন, তাঁদের দিয়ে এসআইআর থেকে সেন্সাস সহ নানাবিধ শিক্ষা বহির্ভূত সরকারি কাজ করানো হচ্ছে। ফলে ছাত্রদের পড়াশুনা কী ভাবে চলছে আন্দাজ করা কঠিন নয়। শুধু তাই নয়, স্কুলে স্কুলে যে চুক্তিভিত্তিক কম্পিউটার শিক্ষকরা স্কুলের যাবতীয় অনলাইনের কাজগুলো করে দেন, তাঁদের একাংশকে পুজোর আগে ছাঁটাইয়ের নোটিস ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। পরিণামে প্রধান শিক্ষকরা পড়েছেন দুর্বিপাকে। এক কথায় সাঁড়াশি আক্রমণে সরকারি স্কুলগুলোর শ্বাস-প্রশ্বাসটুকু কোনও রকমে চলছে। এ ভাবে চললে দমবন্ধ হতে বেশি সময় লাগবে না। আর কলেজে কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে ক্যাম্পাসে চলছে দখলদারির লড়াই। যাদবপুর, পঞ্চানন বর্মা থেকে এসআরএফটিআই, কোথাও নিস্তার নেই। বহিরাগত গুন্ডা, এবিভিপি-র আক্রমণে রক্তাক্ত হচ্ছে ছাত্রসমাজ। পুলিশ প্রশাসন নিরপেক্ষতা হারিয়ে সরাসরি সরকারের দলদাসের ভূমিকা পালন করছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের বদলি আইন— যা উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাকে তছনছ করে দেবে। ফলে সামগ্রিক ভাবে শিক্ষার পরিবেশটাই নষ্ট হতে বসেছে।

রাজ্য জুড়ে চূড়ান্ত নৈরাজ্য ও অরাজকতা। তোলাবাজি, দুর্নীতি, কাটমানি, গুন্ডামি এতটুকুও কমেনি। বরং পুলিশ প্রশাসনকে ঢালের মতো ব্যবহার করে প্রকাশ্যে এ সব চলছে। এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা হচ্ছে, যাতে মানুষ প্রতিদিন হয়রান হতে হতে শাসকের কাছে মাথা নুইয়ে ন্যুব্জকুব্জ হয়ে পড়ে। ক্ষমতার অপব্যবহার করে সরকার আইন পাল্টে ফেলছে। সাধারণ মানুষের উপর এক দিকে শোষণের স্টিম রোলার চালানো হচ্ছে, অন্য দিকে প্রতিবাদের কণ্ঠ রোধ করার আয়োজন চলছে। বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল প্রভৃতি বড় মানুষদের চিন্তা-চেতনার উপর উপর্যুপরি আঘাত হানা হচ্ছে। পাশাপাশি মহান দার্শনিক, সমাজবিজ্ঞানী কার্ল মার্ক্স ও শোষিত মেহনতি মানুষের নেতৃত্বে মহান নভেম্বর বিপ্লবের রূপকার মহামতি লেনিনের উপর বিদেশি তকমা লাগিয়ে আক্রমণ চলছে। যুক্তি বুদ্ধি চেতনাকে বন্ধ্যা করে দিয়ে মানুষকে একদল উন্মত্ত, উগ্র, যন্ত্রে পরিণত করাই এদের আসল লক্ষ্য। কিন্তু আশার কথা, ছাত্র-যুবসমাজ এই সব কিছুর বিরুদ্ধে লড়ছে, মোকাবিলা করার সাহস সঞ্চয় করছে, মোকাবিলা করছে। লড়তে লড়তে ভবিষ্যতের পথ চিনে নিচ্ছে। সাধারণ মানুষের কাছেও বিজেপি, আরএসএস, ডবল ইঞ্জিন সরকারের আসল চরিত্র ক্রমশ উন্মোচিত হচ্ছে। তারা প্রতিরোধে ঘুরে দাঁড়াচ্ছেও।

আসানসোলে আলোচনা সভা

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ২৭ সেপ্টেম্বর এআইডিওয়াইও পশ্চিম বর্ধমান জেলা কমিটির উদ্যোগে আসানসোল জেলা গ্রন্থাগার সভাকক্ষে 'বাংলার নবজাগরণ এবং স্বাধীনতা সংগ্রাম' শীর্ষক কুইজ প্রতিযোগিতা ও আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় এস ইউ সি আই (সি) রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সুব্রত গৌড়ী আজকের দিনে শরৎ সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করেন। উপস্থিত ছিলেন দলের পশ্চিম বর্ধমান জেলা কমিটির সম্পাদক ও রাজ্য কমিটির সদস্য সুন্দর চ্যাটার্জী এবং এআইডিওয়াইও জেলা নেতৃবৃন্দ। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপিকা অর্পিতা চক্রবর্তী।

দাঙ্গা বিষয়ে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা গর্হিত কাজ

একের পাতার পর

দিয়েছিল। সাভারকরের দ্বিজাতিতত্ত্ব প্রবর্তনের মাধ্যমে দেশভাগের যে তাত্ত্বিক ভিত রচিত হয়েছিল, যার ধারাবাহিকতায় মুসলিম লিগ নেতা জিন্না কর্তৃক পাকিস্তান তৈরির প্রস্তাব এবং কংগ্রেস নেতৃত্ব কর্তৃক দেশভাগের প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান— এ সব ইতিহাস মানুষ অবহিত। ফলে এ সব কিছুই ছিল '৪৬-এর দাঙ্গার প্রেক্ষিত। এ ইতিহাস লজ্জার, ঘৃণার।

সেই ইতিহাসকে উস্কে দেওয়ার উদ্দেশ্যে সরকারি উদ্যোগে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় আহ্বান করা রাজ্যপালের পদের পক্ষে অমর্যাদাকর। এমন বিষয়বস্তু নিয়ে প্রবন্ধ লিখতে বলার মধ্য দিয়ে যে বিভাজনের জন্য এই দাঙ্গা হয়েছিল তাকেই বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে জাগিয়ে তোলা হবে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পক্ষে তা বিপজ্জনক। রাজ্যপালের মতো দায়িত্বশীল পদে থেকে এই কাজ অত্যন্ত গর্হিত। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ করছি এবং অবিলম্বে রাজ্যপালকে এই প্রচেষ্টা থেকে বিরত হওয়ার দাবি করছি।

বাম দলগুলির আহ্বানে সমাবেশ

একের পাতার পর

মানুষের ঐতিহাসিক মুক্তিসংগ্রামের মহান নেতা হো চি মিন সহ নানা মহান মনীষীর নামাঙ্কিত রাস্তা।

বিজেপি নেতারা ও তাদের নিযুক্ত মহারাজ বলেছেন, বিদেশিদের নামে রাস্তা কলকাতায় থাকবে না। বোঝা যায় আরএসএস-বিজেপি পরিকল্পিত হিন্দু রাষ্ট্র ও তার ছাঁচে ফেলা উগ্র রাষ্ট্রবাদী ধারণা অনুসারে অচিরেই হয়তো বাদের তালিকায় নাম ঢুকবে উইলিয়াম শেক্সপিয়র, আইজ্যাক নিউটন, আলবার্ট আইনস্টাইন, ডেভিড হেয়ার, নেলসন ম্যান্ডেলা থেকে শুরু করে বিশ্বের মানুষের কাছে পরম শ্রদ্ধেয় আরও কিছু নাম।

আমরা জানি, মহান আদর্শ, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, মানব সমাজের মুক্তি সংগ্রাম, মহান সাহিত্য— এর কোনও দেশি-বিদেশি ভাগ হয় না, এদের অবদান বিশ্বজনীন। এই কারণে বিশ্ব জুড়ে মানুষ চায় তাঁদের সম্মান জানাতে, দেশের মানুষের সাথে বিশ্ব মনীষার পরিচয় ঘটাতে। অপর দেশের গুণীজনের নামে নিজেদের শহরের রাস্তা, সংস্থা, এলাকার নামকরণ করে এসেছেন বহুকাল ধরে। তাই ভারতে যেমন অন্য দেশে জন্মগ্রহণ করা মনীষীদের মূর্তি, তাঁদের নামাঙ্কিত রাস্তা ইত্যাদি আছে, তেমনি বহু দেশে ভারতীয় মনীষীদের নামাঙ্কিত রাস্তা প্রভৃতি আছে।

মনে রাখা দরকার, কিছুদিন আগেই বিজেপি নেতারা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর বিরুদ্ধে নানা অপমানজনক মন্তব্য করেছেন, বীরভূমে তাঁর নামাঙ্কিত রাস্তার নাম বদলের চেষ্টা করেছেন। বোঝাই যায় এই কাজে এখন সফল হলে বিজেপি বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, সুকান্তের মতো তাদের অপছন্দের দেশি-বিদেশি মনীষীদের শুধু রাস্তার নামের ফলকে নয়, ইতিহাস থেকে মুছে ফেলার অপচেষ্টা করবে। এই অপচেষ্টা রুখতে আমরা মনে করি, সমস্ত বামপন্থী দল, গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন ও মুক্তচিন্তার সমস্ত মানুষের সক্রিয় ভাবে এগিয়ে আসা আজ অত্যন্ত জরুরি। রাজ্য এবং দেশের জনগণের কাছে উপরোক্ত আহ্বান জানিয়ে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) সহ বামপন্থী দলগুলির পক্ষ থেকে ১২ অক্টোবর এসপ্ল্যানেডে লেনিন মূর্তির পাদদেশে এক সমাবেশের ডাক দেওয়া হয়েছে। সেই সমাবেশে গণতান্ত্রিক ভাবনার মানুষদের যোগ দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।

শুধু আদর্শের বড় কথা বললেই কাজ হবে না

শিবদাস ঘোষ

...বর্তমানে জাতির জীবনে নৈতিক অধঃপতন একটা অন্যতম প্রধান সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছে। এটা একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এটা একটা গোষ্ঠী ক্রিয়াকলাপ, শুধু এইভাবে বললে অবস্থাটাকে খাটো করে দেখা হয়। আমাদের সমস্ত জাতিটার মধ্যে নৈতিক অধঃপতন, ঘুষ খাওয়া, মিথ্যাচার, লোককে ঠকানো, কর্তব্যে অবহেলা, দায়িত্বজ্ঞানহীনতা, কাপুরুষোচিত আক্রমণ আজ একটা বৈশিষ্ট্য হিসাবে দাঁড়িয়ে গেছে। কি শাসক দলের, কি বিরুদ্ধ দলের রাজনীতির মধ্যে এ সব ঢুকে গেছে। আমি তার থেকে আমাদের দলকেও বাদ দিতে চাই না। তবে এটুকু বলব, আমাদের দল এ সম্বন্ধে হুঁশিয়ার আছে। আমরা নিজেদের এ সব থেকে রক্ষা করবার জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা করছি। কিন্তু এ কথা বলি না যে, এই সর্বাত্মক, সর্বগ্রাসী যে বিরুদ্ধ পরিবেশ এবং আবহাওয়া, তার প্রভাব থেকে আমাদের দলের সমস্ত ছেলে, সমস্ত কর্মী এবং সমর্থকেরা সম্পূর্ণ ভাবে মুক্ত হয়ে রয়েছে, তা তাদের একেবারে স্পর্শ করতে

পারে না। বারবার এ হাওয়া সে তাদের স্পর্শ করে, তাদের কলুষিত করার চেষ্টা করে, তাদের নৈতিক অধঃপতন ঘটাবার চেষ্টা করে। বারবার আমরা নিরলস ভাবে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে নৈতিক ভাবে তাদের খাড়া রাখবার চেষ্টা করছি। কারণ, একটা কথা আমি বিশ্বাস করি এবং আপনাদেরও ভাবতে বলি, আদর্শের কথা যদি ঠিকও হয়, বড়ও হয়, সত্যও হয়, রাস্তাও যদি ঠিক বাতলাতে পারি, তবুও নৈতিক বল এবং উন্নত সাংস্কৃতিক মান ছাড়া সেই রাস্তায় এগোবার শক্তি কোনও মানুষ অর্জন করতে পারে না। একটা বড় আদর্শ, উন্নত আদর্শ এবং সমস্যা সমাধানের সঠিক রাস্তাও যদি কতকগুলো নৈতিক অধঃপতিত মানুষের হাতে পড়ে, তবে তার দ্বারা দেশের মঙ্গল হতে পারে না, আন্দোলনও সফল হতে পারে না। বরং ক্ষতি হয়। তাই আমি বিশ্বাস করি, যে কোনও আদর্শ, তা শুনতে কেমন, বলতে কেমন, স্লোগান কেমন — এ তার বাইরের ঠাট-বাট।

কেউ মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ বলে, বিপ্লবের কথা বলে, গণতান্ত্রিক সমাজবাদের বক্তৃতা করে, কিন্তু তাদের সেই আদর্শের দ্বারা সমাজ অভ্যন্তরে পচে-যাওয়া অধঃপতিত নৈতিক মানকে সংযত করা যায় কি না, উন্নত করা যায় কি না, নূতন নৈতিক বলের সৃষ্টি করা যায় কি না এবং তা সৃষ্টি হচ্ছে কি না, এটাই বিচার্য বিষয়। আমি যে কথাটা বলতে চাইছি, তা হচ্ছে, শুনতে, বলতে আদর্শ যত ভালই মনে হোক, সেই আদর্শের আসল মর্মবস্তু নিহিত থাকে তার সাংস্কৃতিক-নৈতিক মানের উপর। এইখানেই তার অগ্নিপরীক্ষা।

কোনও আদর্শ শুনতে এবং বলতে যত ভালই হোক, সে আদর্শের কাঠামো যত সুন্দর হোক, সেই আদর্শের প্রচার এবং প্রভাব সৃষ্টির দ্বারা সমাজ অভ্যন্তরে উন্নত একটা নৈতিক চেতনা, একটা নতুন মান, একটা উন্নত সাংস্কৃতিক ধারণা গড়ে না উঠলে সে আদর্শ কখনও মানুষকে পথ দেখাতে পারে না। তা পরিত্যাজ্য, তা মৃত দেহের মতো পরিত্যাগ করতে হবে। একটা সুন্দর শরীর যদি মৃত ব্যক্তির হয়, আমরা তাকে ফেলে দিই। কেন? কারণ, মমতা করে তাকে জিইয়ে রাখলে দুর্গন্ধ ছড়াবে। তেমনি একগাদা লোক, যদি নৈতিক দিক দিয়ে অধঃপতিত ও স্লোগান সর্বস্ব হয়, দাবি তোলে, কিন্তু দায়িত্ব পালন করে না এমন হয়, তাহলে তারা সমাজের অনিষ্ট করবে। লেনিন বলেছিলেন, 'Better fewer, but better' —অর্থাৎ অল্প হোক, কিন্তু উন্নত গুণসম্পন্ন মানুষ চাই, কারণ তারা কিছু করবে।

কটকে সর্বভারতীয় ছাত্র সম্মেলনের প্রকাশ্য সমাবেশে ভাষণ
১২ জানুয়ারি, ১৯৭৪

মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করেও ফজলুল হক মন্ত্রিসভায় যোগ দেন শ্যামাপ্রসাদ

হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক ঃ ফিরে দেখা (৬)

১৯৩৫-এ ব্রিটিশ এ দেশে নতুন ভারত শাসন আইন কার্যকর করে। 'ব্রিটিশ ভারত' ও 'ভারতীয় দেশীয় রাজ্যগুলিকে যুক্ত করে সর্বভারতীয় কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের কথা ব্রিটিশ শাসকরা ঘোষণা করে। এই সরকারের ক্ষমতা ছিল খুবই সীমাবদ্ধ। দেশরক্ষা, বিদেশ দপ্তর, অর্থসংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ, পুলিশ ও আমলা নিয়ন্ত্রণের মতো সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কুক্ষিগত রাখা হয়েছিল বড়লাটের হাতে। রাজ্যগুলির মন্ত্রিসভা ভেঙে দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল প্রদেশগুলির গভর্নরদের হাতে। কেন্দ্রীয় আইনসভার অস্তিত্বও ছিল বড়লাটের ইচ্ছাধীন। মুসলমান, শিখ, তপশীলী জাতি, নারী, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান প্রভৃতি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের জন্য মনোনীত আসন সংরক্ষিত রাখা হয়েছিল। নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা ছিল খুবই কম। বাস্তবে এই শাসনব্যবস্থা ছিল দেশীয় রাজাদের এবং সাম্প্রদায়িক ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির সাহায্য নিয়ে ব্রিটিশ শাসনকে রক্ষা করার কৌশল মাত্র।

১৯৩৭-এ নতুন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী সারা দেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রাদেশিক আইনসভাগুলির নির্বাচনে ১১টির মধ্যে কংগ্রেস ৭টা প্রদেশে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠন করে সাতটি প্রদেশে। কংগ্রেস বাংলায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারেনি। কৃষক প্রজা পার্টির নেতা ফজলুল হক প্রস্তাব করেন কংগ্রেস ও কৃষক প্রজা পার্টির যুক্ত মন্ত্রিসভা। গান্ধীজি মানতে রাজি হন না। মন্ত্রিসভা হয় মুসলিম লিগ ও কৃষক প্রজা পার্টির। গান্ধীজির এই ভুল দেশের সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী কোনও মানুষই মেনে নিতে পারেননি। কৃষক প্রজা পার্টির সাথে কংগ্রেসের যুক্ত ভাবে মন্ত্রিসভা হলে সাম্প্রদায়িক মুসলিম লিগকে সরকারের বাইরে রাখা সম্ভব হত। এই ভাবে ফজলুল হক ও তাঁর দল কৃষক প্রজা পার্টিকে মুসলিম লিগের দিকে ঠেলে দেওয়া হল এবং মুসলিম লিগকে ক্ষমতায় যাওয়ার সুযোগ করে দিয়ে সাম্প্রদায়িক শক্তিবৃদ্ধিতে সাহায্য করা হল।

এই নির্বাচনে কংগ্রেসের সবচেয়ে বড় সাফল্য ছিল এই যে, মুসলিম আসনগুলিতেও কংগ্রেস মুসলিম লিগের থেকে বেশি আসন পায়। মোট ৪৮২টি মুসলিম আসনে মুসলিম লিগ মাত্র ১২৩টি আসন পায়। মুসলিম লিগ ছাড়া জমিদারদের অন্যান্য পার্টিগুলি এবং হিন্দু মহাসভাও বিপুল ভাবে পরাজিত হয়।

এই নির্বাচন সুস্পষ্ট ভাবে দেখিয়ে দেয় যে, যত দিন পর্যন্ত কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের পথে চলেছিলেন, তত দিন পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক ও সামন্তী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি জাতীয় আন্দোলনে ভাঙন ধরাতে এবং জনসাধারণের কোনও অংশকেই বিপথে চালিত করতে পারেনি। দেশের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি তখনই সুযোগ পায়, যখন কংগ্রেস নেতৃত্ব সংগ্রামের পথ ছেড়ে দিয়ে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে দরকষাকষি এবং সমঝোতার রাস্তা বেছে নেয়।

১৯৩৮-এ কংগ্রেস সভাপতি থাকাকালীন সুভাষচন্দ্র উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন। সাম্প্রদায়িক সমস্যা বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্তভাবে মাঝে মাঝেই স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যে গুরুতর সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছিল। মহম্মদ আলি জিন্নার কংগ্রেস ত্যাগের পর মুসলিম লিগের শক্তি বাড়তে থাকে। মুসলিম সম্প্রদায়িকতা ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পর কংগ্রেস কোনও কোয়ালিশন সরকারে যাবে না— এই সিদ্ধান্ত নেয়। এর সুযোগ নিয়ে মুসলিম লিগ সিন্ধু, আসাম ও বাংলায় কোয়ালিশন সরকার গঠন করে। সাম্প্রদায়িক নীতিকে হাতিয়ার করে, সরকারি ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে মুসলিম লিগ তার সাংগঠনিক শক্তি বাড়াতে থাকে। পরিণামে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি ক্রমেই জটিল হতে থাকে। সুভাষচন্দ্র সমগ্র পরিস্থিতি নিয়ে গান্ধীজির সাথে আলোচনা করেন। গান্ধীজি কোয়ালিশন সরকার গঠনের প্রশ্নে রাজি হন। কংগ্রেস উদ্যোগ নিলে সিন্ধু ও আসামে মুসলিম লিগকে বাইরে রেখে নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। একই ভাবে বাংলাতে কৃষক প্রজা পার্টি ও কংগ্রেসের কোয়ালিশন সরকার গঠনের প্রস্তাব গান্ধীজি মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু পরে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, ঘনশ্যামদাস বিড়লা ও নলিনীরঞ্জন সরকারের সাথে আলোচনার পর গান্ধীজি পূর্ব সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেন। ফলে বাংলায় মুসলিম লিগকে সরকারের বাইরে রেখে সরকার গঠনের সম্ভাবনা বাতিল হয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে ২১ ডিসেম্বর, ১৯৩৮ গান্ধীজিকে লেখা এক চিঠিতে সুভাষচন্দ্র বলেন, 'আমি মনে করি যে, বাংলা দেশের বর্তমান সাম্প্রদায়িক মন্ত্রিসভাকে যত শীঘ্র সম্ভব দূর করা প্রয়োজন। এই প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রিসভা যত দিন থাকিবে, তত দিনই বাংলায় সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি বাড়িতে থাকিবে এবং মুসলিম লিগের তুলনায় কংগ্রেসের প্রভাব ও প্রতিপত্তি কমিতে থাকিবে। ৯ ডিসেম্বর আমি কলিকাতা ত্যাগ করিবার পূর্বে নলিনীবাবু (ফজলুল হক মন্ত্রিসভার সদস্য) বলিয়াছিলেন, তিনি বাজেট সেশনের পূর্বেই পদত্যাগ করিবেন। এক সপ্তাহের মধ্যেই কেন তাঁহার মতের পরিবর্তন হইল, আমি জানি না। মনে হইতেছে যে, তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাও যখন তাঁহার পদত্যাগ বাঞ্ছনীয় মনে করেন, তখন আপনার সাহায্যেই তাঁহার মন্ত্রিসভায় টিকিয়া থাকিবার ব্যবস্থা হইতেছে। এই সব গুরুতর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে আপনি আমার সহিত একবার পরামর্শ করাও প্রয়োজন মনে করেন নাই, ইহাতে আমি আশ্চর্য বোধ করিতেছি।" (সুভাষ রচনাবলি, ৪র্থ খণ্ড)।

সাম্প্রদায়িকতার একমাত্র প্রতিষেধক ছিল হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মাবলম্বী জনসাধারণকে তাদের নিজস্ব আর্থিক স্বার্থের ভিত্তিতে সমবেত করে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ভুক্ত কায়েমি স্বার্থান্বেষীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত করা। একমাত্র এই উপায়েই মুসলমান জনসাধারণ থেকে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব হত। তিন দশক ধরে গান্ধী সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আবেগপূর্ণ আবেদন করে, মানুষের বিবেক জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করে এবং বারবার অনশন প্রভৃতি করে নানা উপায়ে সংগ্রাম করেছেন। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা বেড়েই চলেছিল।

ব্রিটিশের সঙ্গে সহযোগিতার প্রশ্নে মুসলিম লিগ এবং হিন্দু মহাসভার কোনও বিরোধ ছিল না। এ দিকে বাংলার রাজনীতির টানাপোড়েনে

সাতের পাতায় দেখুন

মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে এসইউসিআই(সি) আলিপুরদুয়ার লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে ১১ সেপ্টেম্বর এক বিক্ষোভ মিছিল শহর পরিক্রমা করে এবং ডুয়ার্স কন্যার সামনে সভা হয়। বক্তব্য রাখেন আলিপুরদুয়ার লোকাল কমিটির সদস্য সমরেশ ভুঁইমালী, প্রদীপ রায়, লোকাল কমিটির সম্পাদক লক্ষ্মণ মণ্ডল এবং জেলা কমিটির সদস্য পীযূষ কান্তি শর্মা।

জেলায় জেলায় কৃষক মহাসমাবেশ

একের পাতার পর

আইনসম্মত করা, সার-বীজ ও কীটনাশকের দাম কমানো, জব কার্ড হোল্ডারদের বছরে ২০০ দিনের কাজ ও দৈনিক ৭০০ টাকা মজুরি, ভারত-মার্কিন মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি বাতিল, অগণতান্ত্রিক এসআইআর প্রক্রিয়ায় বাদ পড়া সমস্ত ভোটারের নাম ভোটার তালিকায় পুর্নবহাল করা ও জ্ঞানেশ কুমারকে বরখাস্ত করা ইত্যাদি দাবিতে জেলায় জেলায় এই মহাপঞ্চায়েত অনুষ্ঠিত হয়।

উত্তর ২৪ পরগণা ঃ ২৯ সেপ্টেম্বর বারাসাত ডিএম অফিস চত্বরে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। কমরেড দাউদ গাজির নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল ১২ দফা দাবিপত্র ডিএম-এর কাছে জমা দেন। প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি পঞ্চানন প্রধান। এ ছাড়া রাজ্য সম্পাদক কমরেড গোপাল বিশ্বাস বক্তব্য রাখেন এবং সভাপতিত্ব করেন জেলা সভাপতি কমরেড পতিত পাবন মণ্ডল।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা ঃ অল ইন্ডিয়া কিসান-খেতমজদুর সংগঠন দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার উদ্যোগে ৩০ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ বারাসাত ফুটবল মাঠে হাজার হাজার কৃষকের উপস্থিতিতে

মহাপঞ্চায়েত হয়। সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড সত্যবান (ছবি ওপরে) ও সর্বভারতীয় সম্পাদক কমরেড শংকর ঘোষ বক্তব্য রাখেন। কমরেড সত্যবান বলেন, একমাত্র সঙ্ঘবদ্ধ কৃষক আন্দোলন যে দেশি-বিদেশি কর্পোরেট পুঁজির আক্রমণ রুখে দিতে পারে, দিল্লির ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলন তা প্রমাণ করেছে। ওই আন্দোলনের সময়ে গড়ে উঠেছিল সংযুক্ত কিসান মোর্চা ও কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশনগুলোর যৌথ সংগ্রামী মঞ্চ। কমরেড শংকর ঘোষ বলেন, বীরেরা নয়, কৃষক-মজুররাই ইতিহাস তৈরি করেছে, সভ্যতা সৃষ্টি করেছে। এ ছাড়া সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড গোপাল বিশ্বাস বক্তব্য রাখেন। সভাপতিত্ব করেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড রেণুপদ হালদার। শুরুতে জেলা সম্পাদক কমরেড বাপি মাইতি ৮ দফা দাবি সম্বলিত এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং সর্বসম্মতিতে তা পাশ হয়।

বীরভূম ঃ ২৬ সেপ্টেম্বর মুরারই শহরে সমাবেশে প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড গোপাল বিশ্বাস। সভাপতিত্ব করেন বর্ষীয়ান কৃষক নেতা কমরেড বাগল মারডি। এ ছাড়া বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক কমরেড মানস সিংহ।

পশ্চিম বর্ধমান ঃ ১ সেপ্টেম্বর জেলার দুর্গাপুর-ফরিদপুর কৃষি আধিকারিক অফিস চত্বরে সমাবেশ হয়। বিজেপি মদতপুষ্ট কিছু দুষ্কৃতী সমাবেশ ভণ্ডুল করার জন্য আক্রমণ শুরু করলে সংগঠনের কর্মীরা এবং জনসাধারণ রুখে দাঁড়ান। দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড গোপাল বিশ্বাস, সভাপতিত্ব করেন জেলা সভাপতি কমরেড দনা গোস্বামী। এ ছাড়া বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদিকা কমরেড প্রভাতী গোস্বামী। প্রতিটি সমাবেশেই শত শত কৃষক-খেতমজুর অংশগ্রহণ করেন।

বিজ্ঞপ্তি ঃ গণদাবীর পরবর্তী সংখ্যা প্রকাশিত হবে ৩০ অক্টোবর, ২০২৬
— সম্পাদক, গণদাবী

শহিদ মাস্টারদা ভবন উদ্বোধন কাঁচরাপাড়ায়

উত্তর ২৪ পরগণায় এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)-এর কাঁচরাপাড়া লোকাল কমিটির উদ্যোগে ১ অক্টোবর শহিদ মাস্টারদা ভবন উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন করেন দলের পলিটবুরো সদস্য ও রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য। উপস্থিত ছিলেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও এআইকেকেএমএস-এর সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড শংকর ঘোষ এবং দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সান্টু গুপ্ত।

কোচবিহারে ছাত্র কনভেনশন

কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য ক্যাম্পাসে ছাত্রছাত্রীদের ওপর হামলাকারী এবিভিপি দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার, ক্যাম্পাসে থ্রেট কালচার, সন্ত্রাস ও গুন্ডাবাহিনীর দৌরাত্ম্য বন্ধ করা, ছাত্র সংসদ নির্বাচন, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের শূন্যপদ দ্রুত পূরণ, সরকারি শিক্ষা রক্ষা এবং ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দাবিতে ২ অক্টোবর

এআইডিএসও-র ডাকে কোচবিহার শহরে ফিল্ম সোসাইটি হলে ছাত্র কনভেনশন হয়। উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা ও শিক্ষক আন্দোলনের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব বাণীকান্ত ভট্টাচার্য। বক্তব্য রাখেন প্রাবন্ধিক নীহার কুমার হোড়, অধ্যাপক সৌগত কার্যী, শিক্ষক অসিত বরণ দে ও আব্দুল মতিন আহমেদ এবং আইনজীবী দিলীপ চন্দ্র বর্মন। বক্তব্য রাখেন এসএফআই কোচবিহার জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ সরকার, উপস্থিত ছিলেন জেলা সম্পাদক জিৎ কুমার পাল।

এ ছাড়াও কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের আক্রান্ত ছাত্রছাত্রী এবং কলেজের ছাত্রছাত্রীরা কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন। সভাপতিত্ব করেন এআইডিএসও কোচবিহার জেলা সম্পাদক আসিফ আলম।

সংগ্রহ করুন

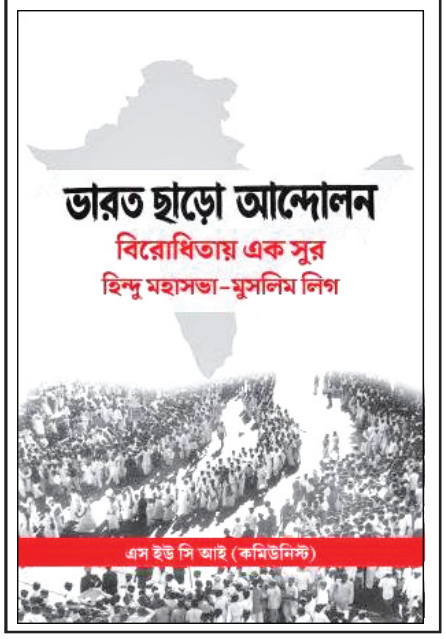

প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলন

কর্মরত শিক্ষকদের অমর্যাদাকর টেট, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ বাতিলের দাবিতে ও হাজার হাজার স্কুল বন্ধ করার বিরুদ্ধে ২৭ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ ২৪ পরগণায় কুলতলির জামতলায় বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির ৫৪তম জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। শুরুতে শিক্ষার নানা দাবি নিয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকারা জামতলা বাজারে মিছিল করেন। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পাঠ করেন জেলা সম্পাদক বিকাশ নস্কর। বক্তব্য রাখেন মগরাহাট কলেজের অধ্যাপিকা সোমা রায় ও সমিতির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সতীশ সাউ। শ্যামল বৈদ্যকে সভাপতি ও অমল কুমার মিস্ত্রীকে সম্পাদক করে ৫১ জনের কমিটি গঠিত হয়।

ব্যাঙ্ককর্মীদের ওপর নির্মম পুলিশি হামলা

এআইইউটিইউসি অনুমোদিত আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড কন্ট্র্যাক্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের পক্ষ থেকে কর্মীরা ৩ অক্টোবর শিলিগুড়ি রিজিওনাল অফিসে কর্তৃপক্ষের স্বৈরাচারী মনোভাব, বেআইনি নিয়োগের বিরুদ্ধে এবং নানা দাবিতে স্মারকলিপি দিতে যান। কর্মসূচি শান্তিপূর্ণ ভাবে চলার মধ্যে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের ডাকে পুলিশ এসে হঠাৎ আন্দোলনকারীদের উপর নির্মম লাঠিচার্জ করে। ১২ জন কর্মী আহত হন, একজন গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। সংগঠনের রাজ্য কমিটির সহ সম্পাদক গোপাল দেবনাথ এবং অন্যতম সংগঠক শিবে মুর্মুকে পুলিশ জোর করে থানায় তুলে নিয়ে যায়।

এই হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন এআইইউটিইউসি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস এবং এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের রাজ্য সভাপতি জগন্নাথ রায়মণ্ডল।

মোটরভ্যান চালকদের পরিবহণ ভবন অভিযান

এআইইউটিইউসি অনুমোদিত সারা বাংলা মোটরভ্যান চালক ইউনিয়নের ডাকে মোটরভ্যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, প্রশাসনিক হয়রানি বন্ধ, লাইসেন্স প্রদান সহ ৫ দফা দাবিতে ২৯ সেপ্টেম্বর কলকাতায় রাজ্য

পরিবহণ ভবন অভিযান হয়।

২০ হাজারের বেশি মোটরভ্যান চালকের মিছিল রানি রাসমণি অ্যাভিনিউয়ে পৌঁছায়। সেখানে ইউনিয়নের সভাপতি, এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সম্পাদক অশোক দাসের সভাপতিত্বে বিক্ষোভসভা শুরু হয়। বক্তব্য রাখেন সহসভাপতি তপন দাস, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অমিত মান্না, নয়ন কর্মকার, সারা বাংলা ই-রিক্সা (টোটো) চালক ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদক শ্যামল রাম, কলকাতা সাবারবান বাইক ট্যাক্সি অপারেটর্স ইউনিয়নের পক্ষে আবু সাঈদ প্রমুখ।

ইউনিয়নের সম্পাদক জয়ন্ত সাহার নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল পরিবহণ মন্ত্রীকে স্মারকলিপি দেন। তাঁদের যুক্তিপূর্ণ বক্তব্যের সামনে শেষ পর্যন্ত পরিবহণ মন্ত্রী আপাতত ধরপাকড় করা হবে না বলে জানান। সভাপতির ভাষণে অশোক দাস বলেন, মোটরভ্যান চলাচল বন্ধের ষড়যন্ত্র চালিয়েও আগের সরকারগুলি এই যানের চাকা বন্ধ করতে পারেনি, বর্তমান সরকারও তা পারবে না।

শহিদ প্রীতিলতা স্মরণ

সারা দেশের মতো ত্রিপুরাতেও ২৪ সেপ্টেম্বর স্বাধীনতা আন্দোলনের আপসহীন ধারার প্রথম বিপ্লবী নারী শহিদ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের ৯৫তম আত্মবলিদান দিবস পালিত হয়। এ দিন সকালে আগরতলার পোস্ট অফিস চৌমুহনীতে এআইডিএসও, এআইডিওয়াইও, এআইএমএসএস-এর উদ্যোগে কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠান হয়। তাঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান এআইএমএসএস রাজ্য সম্পাদিকা শেফালী দেবনাথ, এআইডিএসও রাজ্য সভাপতি রামপ্রসাদ আচার্য ও এআইডিওয়াইও রাজ্য সভাপতি ভবতোষ দে সহ অন্য নেতৃবৃন্দ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন এআইডিএসও-র রাজ্য সম্পাদক রাজু আচার্য।

যাদবপুরে এআইডিএসও-র সম্মেলন

ক্যাম্পাস জুড়ে বিজেপি-আরএসএস-এবিভিবি-এনএসএফের তাণ্ডব ও দখলদারিত্বের রাজনীতির বিরুদ্ধে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থাকে রক্ষা করতে ৩০ সেপ্টেম্বর এআইডিএসও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিটের চতুর্দশ ছাত্র সম্মেলন বিবেকানন্দ হলে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের কলকাতা জেলা কমিটির সভাপতি পিন্টু দাস এবং রাজ্য কমিটির সদস্য গৌরব ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন জেলা সম্পাদক মিজানুর রহমান সহ অন্যান্য জেলা নেতৃত্ব। সম্মেলন থেকে সর্বসম্মতিক্রমে রেশমিতারা খাতুনকে সভাপতি এবং কমরেড অঙ্কুশ রায়কে সম্পাদক করে ২৯ জনের একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করা হয়।

এসআইআর বাতিলের দাবিতে রাজ্যে রাজ্যে বিক্ষোভ

অন্ধ্রপ্রদেশ ঃ এসআইআর বাতিল এবং জ্ঞানেশ কুমারকে অপসারণের দাবিতে ৩০ সেপ্টেম্বর অন্ধ্রপ্রদেশের বিজয়ওয়াড়ায় বিক্ষোভ দেখায় এসইউসিআই(সি)। বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বিএস অমরনাথ, রাজ্য কমিটির সদস্য গোবিন্দ রাজালু। সভাপতিত্ব করেন রাজ্য কমিটির সদস্য সুব্বা রেড্ডি। দেশ জুড়ে বাতিল ১৩ কোটি ভোটারের নাম তালিকায় অন্তর্ভুক্তির দাবি জানান তারা।

যন্তরমন্তর, দিল্লি। ১ অক্টোবর

বিজয়ওয়াড়া, অন্ধ্রপ্রদেশ

পাটনা ঃ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণের দাবিতে ২৯ সেপ্টেম্বর পাটনায় এসইউসিআই(সি)-র পক্ষ থেকে বিহারে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক দপ্তরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। মিছিলের শুরুতে জিপিও মোড়ে বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও বিহার রাজ্য সম্পাদক কমরেড অরুণ সিং।

ভোপাল, মধ্যপ্রদেশ। ২৩ সেপ্টেম্বর

পাটনা, বিহার

ওড়িশায় স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগের দাবিতে বিশাল ছাত্রমিছিল

স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগ, বন্ধ স্কুল খোলা, ত্রুটি পূর্ণ পাঠ্যবই বাতিল, দুর্নীতিপূর্ণ এনটিএ বাতিল, ছাত্রসংসদ নির্বাচন প্রভৃতি দাবিতে ২৮ সেপ্টেম্বর ভুবনেশ্বরে বিধানসভা অভিযান করে এআইডিএসও। নেতৃবৃন্দ বলেন, রাজ্যে ডবল ইঞ্জিন সরকার থাকলেও ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাগত সমস্যা সমাধানের লক্ষণ নেই।

পুলিশি রাজই এখন ভারতীয় শিক্ষাঙ্গনের বৈশিষ্ট্য

নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন পালনের জন্য স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের দিয়ে আবশ্যিক ভাবে 'নমো সেবা' নাটক করার ফরমান জারি করেছে সরকার। ১৭ সেপ্টেম্বর এই উপলক্ষেই এসেছিল দেশ জুড়ে প্রদীপ জ্বালানোর সরকারি ফরমান। ঠিক সেই দিনই জানা গেছে আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক 'স্কলারস অ্যাট রিস্ক'-এর তৈরি করা আন্তর্জাতিক 'অ্যাকাডেমিক ফ্রিডম ইন্ডেক্স' অর্থাৎ শিক্ষাক্ষেত্রের স্বাধীনতা সংক্রান্ত সূচকে ভারতের স্থান হয়েছে 'অত্যন্ত সংকুচিত' গোষ্ঠীতে। ভারতের সাথে এক স্তরে আছে পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, হংকং, ইউক্রেন ও ইজরায়েলি বাহিনীর দ্বারা অবরুদ্ধ প্যালেস্টাইনের ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক। এই তথ্যটা সম্প্রতি জানা গেলেও ভারতবাসী মাত্রেই জানেন, এ দেশে ক্রমাগত বেড়ে চলেছে আমলাতান্ত্রিক হস্তক্ষেপে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্বাধিকার হরণ। ইউজিসি-এনএমসি-র মতো সংস্থার মাধ্যমে সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ওপর সরকারের ছড়ি ঘোরানো, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পুলিশের হামলা, ছাত্র, গবেষক, শিক্ষকদের স্বাধীন মতপ্রকাশে প্রশাসন বা শাসক দলের বাধা ও হুমকি ইত্যাদি এখন নিত্য দিনের ঘটনা।

সাধারণ ভারতবাসীর উদ্বেগের কথা ছেড়ে দিন, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি উজ্জ্বল ভুঁইয়াও সম্প্রতি একটি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছেন, 'তরুণ আইপিএস অফিসাররা প্রতিবাদী ছাত্রদের আঘাত করছেন, এই দৃশ্য আমাদের সকলকে আশাহত করেছে। এটা দেখা অত্যন্ত কষ্টদায়ক'। এত দিনে সারা বিশ্ব দেখে নিয়েছে দিল্লির যন্তর মন্তরে ছাত্রদের বিক্ষোভে দিল্লি পুলিশের যথেচ্ছ, লাঠি, টিয়ার গ্যাস, পেলেট গান চালানোর দৃশ্য। এই প্রেক্ষিতে বিচারপতি ভুঁইয়ার পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তথা শিক্ষক-শিক্ষাবিদ, ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাধীন চিন্তার অবকাশ, তাদের স্বাধীন মত প্রকাশের সুযোগ থাকা একটা দেশের পক্ষে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা তুলে ধরে

ছয়ের পাতায় দেখুন

পা ঠ কে র ম তা ম ত

‘হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক’ যে বিষয়গুলি থাকা জরুরি

গণদাবী পত্রিকায় সম্প্রতি প্রকাশিত ধারাবাহিক ‘হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক — ফিরে দেখা’ খুবই সময়োপযোগী ও প্রাসঙ্গিক। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে সাধারণ মেহনতি মানুষের ঐক্য অটুট রাখতে এই লেখাগুলির গুরুত্ব অপরিসীম। আশা করি আগামী দিনে লেখাটি বই আকারে প্রকাশিত হবে।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে সমাজ গঠনে আর্যদের থেকে শুরু করে পারসিক, আরবি, পাঠান, মোগল, বৌদ্ধ ইত্যাদি ধর্ম ও সংস্কৃতির অমূল্য অবদান রয়েছে, যা যথার্থভাবেই এই লেখায় প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু একটা বিষয় আমার বলার আছে। বর্তমান সময়ে বিজেপি-আরএসএস, বিবেকানন্দ-রামকৃষ্ণ নয়, গোলওয়ালকার-সাভারকার প্রচারিত ‘হিন্দুত্ব’-এর প্রচার ও প্রসারে উঠেপড়ে লেগেছে এবং সেই মোতাবেক ইতিহাস, বিজ্ঞানকে জবরদস্তি পরিবর্তন করছে। ওদের বক্তব্য, হিন্দুত্বের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিয়েই সংখ্যালঘুদের ভারতে চলতে হবে। এই ফতোয়া সর্বৈব অযৌক্তিক। অতীত যুগ থেকেই জ্ঞান-বিজ্ঞান, স্থাপত্য, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সঙ্গীত, কৃষি সহ সব ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংস্কৃতি ও ধর্মের অবদান মিলেমিশে একাকার হয়ে তবেই সমাজ এগিয়েছে। বর্তমান লেখাটিতে মুসলিমরা অনুবাদ, সঙ্গীত সাধনা, সেনায় যোগদান করছে, চর্চা করছে এগুলি বেশি বেশি করে এসেছে যা আমার মতে আংশিক সত্য এবং আর এস এস-এর হিন্দুত্বের শ্রেষ্ঠত্বের প্রচারকেই পরোক্ষভাবে, অজান্তে মান্যতা দিয়ে দিচ্ছে। আমার মনে হয়, যুগে যুগে হিন্দুরাও অন্য ধর্মের নানা দিক চর্চা করছে, গ্রহণ করছে এবং এর দ্বারা ভারতীয় সমাজ উন্নত ও বিকশিত হয়েছে সেটাও উদাহরণ হিসেবে বেশি বেশি করে আসা দরকার। এ ছাড়া লালন ফকির, বিবেকানন্দ ও তৎকালীন সমাজে ব্রাহ্মণদের অত্যাচারের বিভিন্ন ঘটনাও এই লেখায় উল্লেখ থাকা উচিত।

তন্ময় দত্ত
শিলিগুড়ি, দার্জিলিং

সামগ্রিক ধারণা দেয়

সমসাময়িক নানা ঘটনার রাজনৈতিক বিশ্লেষণ ও আন্দোলনের সংবাদ পরিবেশনের জন্য গণদাবীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আপনাদের প্রকাশিত পত্রিকাটি পড়ে আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও অনুপ্রাণিত হয়েছি। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের নানা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, সরকারি নীতি ও সিদ্ধান্ত, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এবং সাম্প্রতিক বিষয়গুলি সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য জানার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আপনাদের পত্রিকার প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

সান্নিক বিশ্বাস, কেষ্টপুর, কলকাতা

কৃষকদের ওপর হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের হামলায় তীব্র নিন্দা দলের

মেদিনীপুর শহরের কালেক্টরেটের সামনে কৃষক সংগঠন এআইকেকেএমএস-এর পক্ষ থেকে ৫ অক্টোবর মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণ, এসআইআর-এ বাতিল হওয়া ১৩ কোটি মানুষের নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তি এবং বিজেপি সরকারের কৃষক স্বার্থবিরোধী নীতির প্রতিবাদে সমাবেশের ডাক দেওয়া হয়েছিল। সংগঠনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক এবং এস ইউ সি আই (সি) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শংকর ঘোষ ওই সমাবেশে বক্তব্য রাখার সময় একটি স্বঘোষিত হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের কিছু দুষ্কৃতী হঠাৎ সমাবেশে উপস্থিত কৃষকদের উপর পরিকল্পিত ভাবে হামলা চালায়। পুলিশ-প্রশাসন নির্বিকার থেকে পরোক্ষে এই হামলা চালাতে সাহায্য করে। যদিও এ আই কে কে এম এস সদস্যদের দৃঢ় প্রতিরোধের সামনে আক্রমণকারীরা পিছু হটতে বাধ্য হয়।

এস ইউ সি আই (সি)-র রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও কৃষক নেতা গোপাল বিশ্বাস এই হামলাকে তীব্র ধিক্কার জানিয়ে ওই দিন এক বিবৃতিতে বলেন, বিজেপি রাজ্য জুড়ে সরকার বিরোধী সমস্ত প্রতিবাদকে গায়ের জোরে স্তব্ধ করতে চাইছে। তিনি কৃষকদের ওপর এই আক্রমণের তীব্র নিন্দা করেন। দলের পশ্চিম মেদিনীপুর উত্তর জেলা কমিটির সম্পাদক নারায়ণ অধিকারী বলেন, প্রতিবাদ আন্দোলন স্বৈরাচারী বিজেপির ভয়ের কারণ হয়ে উঠছে।

বন্যাবিধ্বস্ত মালদায় মেডিকেল ক্যাম্প

মালদা জেলার বিভিন্ন এলাকা বন্যায় ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বন্যা বিপর্যস্ত মানুষদের পাশে দাঁড়াতে ২৫-২৭ সেপ্টেম্বর মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের উদ্যোগে ডাঃ শাহরিয়ার আলমের নেতৃত্বে ৮ জন চিকিৎসকের একটি দল হিরানন্দপুর, উত্তর চণ্ডীপুর জিপি হাইস্কুল এবং দক্ষিণ চণ্ডীপুরের ঝড়ুর মোড়ে মেডিকেল ক্যাম্প করে। প্রায় এক হাজার রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা করা হয় ও ওষুধ দেওয়া হয়। বাসিন্দারা সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার অব্যবস্থার কথা জানান এবং বন্যার পরে পানীয় জলে ব্লিচিং সহ প্রাথমিক চিকিৎসার সংকট নিরসনে সরকারি উদ্যোগের দাবি করেন।

পুলিশি রাজ এখন শিক্ষাঙ্গনের বৈশিষ্ট্য

পাঁচের পাতার পর

বিচারপতি ভুঁইয়া পরপর কয়েকটি আলোচনায় ছাত্রদের সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ক দেখাতে গিয়ে বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়েই স্বাধীন চিন্তার অভ্যাসের সূচনা হয়। কর্তৃপক্ষকে অপ্রিয় প্রশ্ন করতে পারাটা এই অভ্যাসের মধ্যে পড়ে। তাঁর কথায়, ‘ছাত্ররা যখন ভিন্ন মত প্রকাশ করেন, প্রশ্ন করেন, তাঁদের শাস্তির হুমকি দেওয়া যায় না। এটা অসাংবিধানিক এবং ক্ষমতা ও পদের অপব্যবহার’।

বিচারপতি ভুঁইয়াকে ধন্যবাদ জানাতেই হয়, তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরেছেন। বিশেষত, আজ যখন শীর্ষ আদালতের উচ্চাসন থেকে বেকার যুবকদের প্রতি ‘আরশোলা’ বলে বিদ্রুপ ধেয়ে আসে, শীর্ষ আদালত যখন বলে— ছাত্রদের ওপর পুলিশি অত্যাচারের নিদর্শন দেখার মতো সময় আমাদের নেই, সেই সময়ে দাঁড়িয়ে একজন বিচারপতির মুখ থেকে আসা এই কথাগুলি আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

যদিও বিগত কয়েক দশক ধরে ছাত্রদের ওপর পুলিশি অত্যাচারের দৃশ্যকে ভারতীয় জনগণ প্রায় স্বাভাবিক ঘটনা ধরে নিতেই পারেন! আজকের নরেন্দ্র মোদির প্রধানমন্ত্রিত্বের ভারতে, বিশেষভাবে দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশের মতো কিছু বিজেপি শাসিত রাজ্যে এটা তো একেবারেই ‘স্বাভাবিক’ দৃশ্য। রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ, আন্দোলন করা তো অনেক বড় কথা, আজকের ভারতে ফেসবুক, ইনস্টাগ্রামের মতো সমাজমাধ্যমে শাসকের বিরুদ্ধে কোনও পোস্ট দিতে গেলেও মানুষকে পাঁচবার ভাবতে হয়। নয়ডায় শ্রমিক আন্দোলনে সহানুভূতি জানিয়ে বক্তব্য রাখার জন্য দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের ছাত্রী আকৃতি চৌধুরীর বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদ বিরোধী আইন এনএসএতে অভিযোগ এনেছিল উত্তরপ্রদেশের বিজেপি সরকার। সাংবাদিক সত্যম ভার্মাও একই অভিযোগে বন্দি। পাঁচ মাস জেল খেটে এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ে আকৃতি ছাড়া পেলেও সত্যম ভার্মা আজও ছাড়া পাননি। হাইকোর্টের রায়েই দেখা গেছে কী ভাবে মিথ্যা অভিযোগে আকৃতিকে এনএসএ আইনে জড়িয়েছে পুলিশ। এই কাজের জন্য গৌতম বুদ্ধ নগরের জেলাশাসক তথা ভারতের প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের কন্যা মেধা রূপমকে তীব্র ভর্ৎসনা করে তাঁর বেতন থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে নির্দেশ দিয়েছে এলাহাবাদ হাইকোর্ট।

দিল্লি থেকে কলকাতা সহ দেশের নানা জায়গায় আজ পুলিশ এবং মন্ত্রী তথা সরকারি গদিতে আসীন দলের আক্রমণের নিশানা আজ প্রতিবাদী ছাত্ররা এবং তাদের বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ এমনকি মেডিকেল কলেজ। একটাই কারণে এই আক্রমণ— শাসকদলের বশংবদ থাকতে অস্বীকার করছেন ছাত্ররা। শুধু ছাত্ররা নয়, একেবারে সাম্প্রতিক কালে নয়ডার প্রতিবাদী শ্রমিকরা, কলকাতা, শিলিগুড়ির হকাররা পুলিশি অত্যাচারের যে রূপ দেখেছেন, তা কোনও গণতান্ত্রিক দেশে ঘটতে পারে না। এর আগে দিল্লি সীমান্তে কৃষক আন্দোলনের ওপর, সিএএ-এনআরসি বিরোধী আন্দোলনের ওপর, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়, জামিয়া মিলিয়া, জহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের ওপর পুলিশের ভয়াবহ অত্যাচারের কথা মানুষ ভুলতে পারে না। এ দেশে প্রতিবাদী মাত্রই জানেন পুলিশ এবং শাসক দলের শারীরিক আক্রমণ তাঁদের ওপর নেমে আসাটা অবধারিত। বিগত সরকারের আমলে এই পশ্চিমবঙ্গ দেখেছে মেদিনীপুরের মহিলা কোতোয়ালি থানায় সুশ্রীতা সোরেন সহ চার প্রতিবাদী ছাত্রীর ওপর পুলিশের ভয়াবহ অত্যাচারের ঘটনা। সরকারি গদিতে পালা বদলের পরেও সেই অভিযুক্ত অফিসারের শাস্তি দূরে থাক, পদোন্নতিই ঘটেছে। একেবারে সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ, কোচবিহারের পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতার সত্যজিত রায় ফিল্ম ইনস্টিটিউটটে ছাত্র-ছাত্রীরা দেখেছে শাসকদলের পোষা দুষ্কৃতীরা কেমন করে পুলিশের আড়াল পায়। কেমন করে আক্রান্ত ছাত্রদের অভিযোগটাও পুলিশ লিখতে অস্বীকার করে।

এই ঘটনাগুলি থেকে যে সাধারণ সত্য বেরিয়ে আসে তা হল শাসকরা পুলিশকে তার দলীয় বাহিনীর মতোই ব্যবহার করছে। শাসক বদলায়, দলতন্ত্র ভিন্ন মাত্রায় জাঁকিয়ে বসে। তৃণমূল জমানার মতো বিজেপির শাসনেও পশ্চিমবঙ্গে স্কুল এবং কলেজের গভর্নিং বডির মাথায় বসছেন শাসক দলের এমপি-এমএলএ কিংবা স্থানীয় নেতা, যাদের বেশিরভাগের সাথেই শিক্ষার কোনও সম্পর্ক সুদূর অতীতেও ছিল না, এখনও নেই। বিশ্ববিদ্যালয় ও তার ছাত্র-শিক্ষকদের শায়েস্তা করার নিদান দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, হয় ওরা থাকবে, নয় আমরা থাকব! বিধানসভায় দাঁড়িয়ে তিনি যে ভাষায় অধ্যাপক-গবেষকদের অপমান করেছেন, তীব্র আক্রমণ শানিয়েছেন, তার নজির হিটলারশাসিত জার্মানি ছাড়া পাওয়া মুশকিল মনে হয়।

এই রকম একটা সময়ে বিচার বিভাগের শীর্ষস্থানীয় একজনের মুখ থেকে ছাত্রদের ওপর পুলিশি অত্যাচার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বাধীন মতপ্রকাশের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ নিয়ে যে উদ্বেগের কথা বেরিয়ে এসেছে তাতে বোঝা যায় পরিস্থিতি কতটা খারাপ। বাস্তবে পরিস্থিতি আজ ভয়াবহ। চরম সংকটগ্রস্ত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার রক্ষকরা আজ গণতন্ত্রের আলখাল্লার আড়ালে নিয়ে আসছেন ফ্যাসিবাদী শাসন কৌশল। যার মধ্য দিয়ে শাসকরা মানুষকে নির্বাক করে দিতে চায়।

শিক্ষা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মুক্ত, স্বাধীন চিন্তার পরিবেশ ফেরাতে তাই শাসকের চোখে চোখ রেখে লড়াই ছাড়া কোনও গতি নেই। যে অভিজ্ঞতা আজ সারা ভারতের ছাত্র শিক্ষকরা প্রত্যক্ষভাবে লাভ করছেন।

ফজলুল হক মন্ত্রিসভায় যোগ দেন শ্যামাপ্রসাদ

তিনের পাতার পর

ক্ষমতা কুক্ষিগত রাখতে ফজলুল হক মুসলিম লিগে যোগ দেন। যে ফজলুল হক ১৯৪০-এ মুসলিম লিগের লাহোর সম্মেলনে জিন্নার নির্দেশে পাকিস্তান প্রস্তাব পাঠ করেন, মুসলমানদের বিরুদ্ধে অনেক বিষোদগার, অনেক ঘৃণা ছড়িয়েও ১৯৪১-এ সেই ফজলুল হকের মন্ত্রিসভাতেই যোগ দেন শ্যামাপ্রসাদ। সেই মন্ত্রিসভা 'শ্যামা-হক মন্ত্রিসভা' নামে পরিচিত ছিল। এক দিকে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী হিন্দু মহাসভার নেতা হয়ে 'হিন্দুর অধিকার' নিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন, অন্য দিকে পাকিস্তান প্রস্তাবের উত্থাপকের সঙ্গে জোট করে মন্ত্রিত্ব করছেন। দ্বিচারিতার কী ঘৃণ্য নমুনা!

হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলির ব্রিটিশ প্রীতির তুলনায় মুসলিম লিগও পিছিয়ে ছিল না। শুধু বাংলা নয়, সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেও মুসলিম লিগ ও হিন্দু মহাসভা যুক্ত মন্ত্রিসভা গঠন করেছিল, যা এ রাজ্যে মুসলিম লিগের শক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছিল। শুধু তাই নয়, ১৯৪৩ সালে সিন্ধু বিধানসভায় যখন পাকিস্তান প্রস্তাব পাস হয়, তখনও হিন্দু মহাসভার মন্ত্রীরা সেই সরকারেই ছিলেন।

সাম্প্রদায়িকতার প্রসারে বিড়লাদের ভূমিকা

হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতি তৎকালীন দেশীয় শিল্পপতিদেরও কাম্য ছিল না। নিজেদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করতে শ্রমিক-ঐক্য ভাঙার ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক বিভেদ বড় হাতিয়ার ছিল। তা ছাড়া ছিল ভবিষ্যতে (স্বাধীন ভারতে) এই বিভেদকে কাজে লাগানোর চিন্তা। আর আপসহীন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মূল কেন্দ্র বাংলায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিবেশ বিপ্লবী ধারাকে আরও শক্তিশালী করবে— এই আশঙ্কা বিড়লার মতো ধূর্ত শিল্পপতির ছিল। তাঁর ব্যবসার কেন্দ্রও ছিল কলকাতা।

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে জনসাধারণের ঐক্য ভাঙার জন্যই কেবল সাম্প্রদায়িকতাকে ব্যবহার করা হচ্ছিল তা নয়, শ্রমিক আন্দোলন ভাঙার কাজেও সাম্প্রদায়িকতাকে ব্যবহার করছিল বিদেশি ও দেশীয় স্বার্থান্বেষী মহল। টিটাগড়ে চটকল শ্রমিকদের ধর্মঘট ভাঙার কাজে সাম্প্রদায়িকতাকে ব্যবহার করা হয়েছিল।

১৯৪০-এর মার্চে লাহোরে মুসলিম লিগের সম্মেলন হয়। সম্মেলনে মুসলমানদের জন্য পৃথক রাষ্ট্রের প্রস্তাব গৃহীত হয়। পৃথক রাষ্ট্রের দাবির প্রতি মুসলমানদের বড় অংশের প্রবল আবেগ লক্ষ করে সুভাষচন্দ্র উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। তিনি মুসলিম লিগ নেতা জিন্না এবং হিন্দু মহাসভার নেতা সাভারকরের সাথে দেখা করে আলোচনা করেন এবং তাঁদের স্বাধীনতার আন্দোলনে সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু তাঁর আহ্বান ব্যর্থ হয়।

সাভারকরই হলেন দ্বিজাতি তত্ত্বের প্রথম প্রবক্তা। ১৯২৩-এ তিনি তাঁর 'হিন্দুত্ব' পুস্তকে এটি প্রথম উল্লেখ করেন। তারপর ১৯৩৭-এর ৩০ ডিসেম্বর হিন্দু মহাসভার সভাপতির ভাষণে বলেন, প্রধানত দুটি জাতি ভারতবর্ষে— হিন্দু এবং মুসলিম এবং তারা একত্রে বাস করতে পারে না। এক বছর পর ১৯৩৮-এ তিনি বলেন, ভারতবর্ষে— আমাদের হিন্দুস্তানে হিন্দুরাই হল প্রধান জাতি আর মুসলিম সংখ্যালঘু একটি গোষ্ঠী।

ধর্মের ভিত্তিতে জাতি— একটি বিভেদের তত্ত্ব

বাস্তবিক মুসলিম লিগ পাকিস্তানের দাবি তুললেও মুসলিম লিগ যেহেতু সমস্ত মুসলিমদের প্রতিনিধি ছিল না, তাই তা শুরুতে এ রাজ্যে বিশেষ জায়গা করতে পারেনি। কিন্তু প্রথমে সাভারকর এবং পরে শ্যামাপ্রসাদের নেতৃত্বে হিন্দু মহাসভা হিন্দু এবং মুসলমানকে দুটি পৃথক জাতি হিসাবে তুলে ধরে মুসলিম বিদ্বেষকে তুঙ্গে তোলে। তার পাল্টা তিন বছর পর ১৯৪০ সালে জিন্নার নেতৃত্বে অল ইন্ডিয়া মুসলিম লিগ তার লাহোর অধিবেশনে 'হিন্দু এবং মুসলিমরা ধর্মের ভিত্তিতে দুটি পৃথক জাতি' এই দ্বিজাতি তত্ত্বের ধারণাটি গ্রহণ করে মুসলিম সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে তুঙ্গে তোলে এবং বাংলার মুসলমানদের একটি বড় অংশের মধ্যে স্থায়ী জায়গা করে নেয়। এই ভাবে সারা দেশের মানুষ যখন ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ ভারতের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছিল তখন সেই লড়াইয়ে অংশ না নিয়ে 'ধর্মের ভিত্তিতে জাতি' এই তত্ত্ব এনে দেশভাগের বীজ পুঁতেছিল আরএসএস ও হিন্দু মহাসভা এবং তাদের নেতা বিনায়ক দামোদর সাভারকর।

এই পরিস্থিতিতে দেশের মুসলমান সমাজকে যুক্ত করে বৃহত্তর ঐক্য গড়ে তুলতে সুভাষচন্দ্র প্রায় মরিয়া হয়ে কলকাতা কর্পোরেশনকে ভিত্তি করে মুসলিম লিগের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নতুন পরিমণ্ডল গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন। তাঁর এই পদক্ষেপে হিন্দু মহাসভা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। মুসলিম লিগের সঙ্গে যুক্ত নয় এমন মুসলমান বুদ্ধিজীবীরাও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।

হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির প্রয়োজনে জনমত গড়ে তুলতে সুভাষচন্দ্র অক্লান্ত চেষ্টা চালাতে থাকেন। এই সময় বিভিন্ন জনসভায় এ সম্পর্কে আলোচনা করেন তিনি। ১৯৪০-এর ১২ মে মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রামে এক জনসভায় বলেন, "হিন্দু-মুসলমান সমস্যা বাংলার প্রধান সমস্যা। ... বাধাবিঘ্ন যতই বড় হউক না কেন, এই সমস্যা আজ সমাধানের পথে চলিয়াছে। ... প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিরা হিন্দু মহাসভার নামে রাজনীতিতে প্রবেশ করিয়া উহাকে কলুষিত করিয়াছেন। ... সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদিগকে ত্রিশূল হাতে হিন্দু মহাসভা ভোট ভিক্ষায় পাঠাইয়াছেন। ত্রিশূল ও গৈরিক বসন দেখিলে হিন্দু মাত্রেই শির নত করে। ধর্মের সুযোগ নিয়া, ধর্মকে কলুষিত করিয়া হিন্দু মহাসভা রাজনীতি ক্ষেত্রে দেখা দিয়াছে। হিন্দু মাত্রেরই তাহার নিন্দা করা কর্তব্য।' (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৪ মে, ১৯৪০)।

বাংলায় মুসলিম লিগ ও কৃষক প্রজা পার্টির মন্ত্রিসভা গঠনের পর থেকে ক্ষমতাসীন মুসলিম লিগের পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা যে ভাবে মাথাচাড়া দিচ্ছিল, তা দেখে সুভাষচন্দ্র স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল স্রোতে অধিকাংশ মুসলমানদের যুক্ত করার জন্য সুভাষচন্দ্র মরিয়া হয়ে চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। তা সত্ত্বেও মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা প্রভাব বিস্তার করতে থাকে এবং তার প্রতিক্রিয়ায় হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তিও মাথাচাড়া দিতে থাকে। এই ঘটনায় সুভাষচন্দ্র খুবই অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। তখন তিনি এলগিন রোডের বাড়িতে নজরবন্দি। বড়লাট লিনলিথগোকে তিনি এক চিঠিতে জানালেন, "১৯৩৭ সাল থেকে বাংলা শাসিত হচ্ছে এমন এক মন্ত্রিসভার দ্বারা, যার দৃষ্টিভঙ্গি ও উদ্দেশ্যই হল মুখ্যত সাম্প্রদায়িক। এই শাসনের পিছনে আছে একদিকে কিছু মুসলিম এমএলএ, অন্য দিকে ব্রিটিশ সরকার ও ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের মধ্যে এক অলিখিত সমঝোতা। সাম্প্রদায়িক বিষয়ে ওই মুসলিমদের ঢালাও সুযোগ এবং রাজনৈতিক বিষয়ে গভর্নর ও ব্রিটিশ ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর ইচ্ছা কার্যকর হচ্ছে।"

এই চিঠিতে তিনি লিখলেন, "এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে, এ দেশে ব্রিটিশ শাসনের সূত্রপাতের সময় থেকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জন্ম ও বিকাশস্থল বাংলা। বিশেষত বাংলার হিন্দুরা বিগত কয়েক যুগ ধরে জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতেই চিন্তা করেছে এবং এগিয়েছে। যার ফলে হিন্দু মহাসভা এখানে কখনও দৃঢ় ভিত্তি পায়নি। কিন্তু আজ বাংলায় মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়াতেই বাংলার হিন্দুদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা ছড়িয়ে পড়ছে।" চলবে

জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণের দাবিতে রাজ্য জুড়ে আন্দোলন

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণ, অসাংবিধানিক এসআইআর প্রক্রিয়া বাতিল এবং সারা দেশের ডিলিটেড ও বিচারাধীন ১৩ কোটি ভোটারের নাম পুনরায় ভোটার তালিকায় তোলার দাবি সহ নয় দফা দাবিতে ৩০ সেপ্টেম্বর এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি ২৪-৩০ সেপ্টেম্বর প্রতিবাদ সপ্তাহের ডাক দিয়েছিল। জেলায় জেলায় এই উপলক্ষে বিক্ষোভ সহ নানা কর্মসূচি হয়। এ ছাড়াও ভোটাধিকার সুরক্ষা সমন্বয় সমিতির উদ্যোগে বহু জায়গায় বিক্ষোভ সংগঠিত হয়।

নদিয়া ঃ ৩০ সেপ্টেম্বর দলের পক্ষ থেকে কৃষ্ণনগর শহরে বিক্ষোভ মিছিল ও জেলাশাসককে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। কৃষ্ণনগর রেলস্টেশন থেকে একটি সুসজ্জিত মিছিল জেলাশাসক দপ্তরে যায়। দলের জেলা কমিটির বিশিষ্ট

সদস্য কমল দত্তের নেতৃত্বে ছয় সদস্যের প্রতিনিধিদল জেলাশাসকের কাছে দাবিপত্র তুলে দেন। বক্তব্য রাখেন দলের জেলা কমিটির সদস্য জয়দীপ চৌধুরী, মসিকুর রহমান এবং জেলা সম্পাদক অঞ্জন মুখার্জী প্রমুখ।

মালদা ঃ ৩০ সেপ্টেম্বর মালদা জেলায় ভোটাধিকার সুরক্ষা সমন্বয় সমিতি, বামনগোলা শাখার উদ্যোগে শতাধিক ভোটাধিকার বঞ্চিত নাগরিক ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির দাবিতে এবং বহু ভোটারের রেশন বন্ধ হওয়ার বিরুদ্ধে বিডিও-কে ডেপুটেশন দেন। নেতৃত্ব দেন গৌতম সরকার এবং বামনগোলা ব্লকের অসীম বৈদ্য, ওসমান মণ্ডল ও প্রমীলা রায় প্রমুখ। পাকুয়াহাট বাজার থেকে বিডিও অফিস পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিল এবং বিডিও অফিসের সামনে প্রতিবাদ সভা হয়। নেতৃবৃন্দ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণ ও কঠোর শাস্তির দাবি জানান।

আলিপুরদুয়ার ঃ ফালাকাটা ভোটাধিকার সুরক্ষা সমন্বয় সমিতির ডাকে ৩০ সেপ্টেম্বর ফালাকাটায় এক বিক্ষোভ মিছিল হয়। শতাধিক নাগরিক

ফালাকাটা শহর ঘুরে ফালাকাটা মোড় অবরোধ করেন। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবি জানিয়ে তাঁর কুশপুতুল দাহ করা হয়। মিছিলে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের জেলা আহ্বায়ক পীযূষ শর্মা। বক্তব্য রাখেন কাকলি মহন্ত।

বীরভূম ঃভোটাধিকার সুরক্ষা সমন্বয় সমিতির আহ্বানে ৫ অক্টোবর বীরভূমের সিউড়ি সদর মহকুমা শাসকের দপ্তরে অবস্থান বিক্ষোভ করেন ভুক্তভোগী মানুষ।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2025-27

গণদাবী GANADABI Volume: 79, No.: 11 Bengali Weekly 9 October, 2026 Kolkata Price: Rs. 3.00

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) প্রকাশিত বই সংগ্রহ করুন

বিশিষ্ট মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক শিবদাস ঘোষ

১। কেন ভারতবর্ষের মাটিতে এস ইউ সি আই (সি) একমাত্র সাম্যবাদী দল
২। মার্ক্সবাদ ও মানব সমাজের বিকাশ প্রসঙ্গে
৩। মার্ক্সবাদ ও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের কয়েকটি দিক
৪। জ্ঞানতত্ত্ব, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ ও বিপ্লবী জীবন প্রসঙ্গে
৫। বৈজ্ঞানিক দ্বন্দ্বমূলক বিচারপদ্ধতিই মার্ক্সবাদী বিজ্ঞান
৬। ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও আমাদের কর্তব্য
৭। সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্পর্কে
৮। শ্রমিক আন্দোলনে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে
৯। ১৫ই আগস্টের স্বাধীনতা ও গণমুক্তির সমস্যা
১০। যুব সমাজের প্রতি
১১। বিপ্লবী কর্মীদের আচরণবিধি
১২। ভারতবর্ষের কৃষি সমস্যা ও চাষি আন্দোলন প্রসঙ্গে
১৩। সাংস্কৃতিক অবক্ষয় ও বেকার সমস্যার সমাধান কোন পথে
১৪। শ্রমিকের কাছে সর্বহারা রুচি সংস্কৃতি তুলে ধরতে হবে
১৫। কমরেড সুবোধ ব্যানার্জীর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য
১৬। মহান নভেম্বর বিপ্লবের পতাকাতলে
১৭। ভারতবর্ষের বামপন্থী আন্দোলন ও ছাত্রদের কর্তব্য
১৮। ভারতবর্ষের গণআন্দোলনের সমস্যাবলি
১৯। ভারতবর্ষের গণআন্দোলন ও যুবকদের কর্তব্য
২০। শরৎচন্দ্রের মূল্যায়ন
২১। সাম্যবাদী শিবিরের আত্মসমালোচনা
২২। সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির স্ট্যালিনবিরোধী পদক্ষেপ প্রসঙ্গে
২৩। চিনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব
২৪। রাশিয়ায় সংশোধনবাদের বিকাশ ও পুঁজিবাদের বিপদ প্রসঙ্গে
২৫। সংস্কৃতির সংকট ও ফ্যাসিবাদ
২৬। গণআন্দোলনে বিপ্লবী নেতৃত্ব কেন চাই
২৭। শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সমস্যা সমাধানে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি
২৮। অন্ধ অনুকরণ করে বিপ্লব করা যায় না
২৯। যুক্তফ্রন্ট সরকার পরিচালনায় বামপন্থী সুবিধাবাদের বিপদ
৩০। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গে
৩১। ফ্যাসিবাদ ও বাম-গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নৈতিকতার সংকট
৩২। বর্তমান পরিস্থিতি এবং গণআন্দোলনে প্রধান বিপদ
৩৩। বিপ্লবী কর্মীদের কর্মপদ্ধতি
৩৪। বিপ্লবী জীবনই সর্বাপেক্ষা মর্যাদাময়
৩৫। যুক্তফ্রন্ট রাজনীতি ও পার্টির সাংগঠনিক কাজকর্মের কয়েকটি দিক
৩৬। নির্বাচিত রচনাবলি, খণ্ড - ১
৩৭। নির্বাচিত রচনাবলি, খণ্ড - ২
৩৮। নির্বাচিত রচনাবলি, খণ্ড - ৩
৩৯। নির্বাচিত রচনাবলি, খণ্ড - ৪
৪০। নির্বাচিত রচনাবলি, খণ্ড - ৫

— এ ছাড়াও অন্যান্য

নীহার মুখার্জী

১। মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার সঠিক উপলব্ধি গড়ে তুলুন
২। ছাত্র আন্দোলন ও সংগঠনের কয়েকটি দিক
৩। গ্লাসনস্ত ও পেরেস্ত্রইকা— একটি সামগ্রিক প্রতিবিপ্লবী পরিকল্পনা
৪। পার্টি— দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার ফসল
৫। নেতা ও কর্মীদের বিকশিত ও ত্রুটিমুক্ত করার সংগ্রাম প্রসঙ্গে
৬। কমরেড মাও সে তুঙ-এর জীবন তত্ত্ব ও ক্রিয়ার মিলনের মূর্ত প্রকাশ
৭। নীহার মুখার্জী নির্বাচিত রচনা সংগ্রহ ও অন্যান্য

প্রভাস ঘোষ

১। ভারতীয় নবজাগরণের পথিকৃৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঃ একটি মূল্যায়ন
২। ভারতের বিপ্লবের স্তর নির্ধারণে সিপিআই(এম), সিপিআই ও নকশালপন্থী-মাওবাদীদের সাথে এসইউসিআই(সি)-র পার্থক্য কোথায় ও কেন?
৩। বামপন্থার সংকট ফ্যাসিবাদের বিপদ ও পুঁজিবাদ বিরোধী বিপ্লবী সংগ্রাম প্রসঙ্গে
৪। মহান স্ট্যালিন ও কমিউনিজম বিরোধী অপপ্রচারের জবাবে
৫। মাস্টারদা সূর্য সেন
৬। শহিদ ই আজম ভগৎ সিং— একটি মার্ক্সবাদী মূল্যায়ন
৭। কিশোরদের প্রতি—বড় মানুষ ও বিপ্লবীযোদ্ধাদের জীবনসংগ্রামের শিক্ষায় বড় হওয়ার সাধনায় ব্রতী হও
৮। শরৎ সাহিত্য পাঠ আজও কেন প্রাসঙ্গিক
৯। ধর্মীয় চিন্তা বিবেকানন্দ-গান্ধীজি ও রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা এবং মার্ক্সবাদ ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব
১০। আদর্শগত ও সংগঠনগত কয়েকটি সমস্যা প্রসঙ্গে
১১। কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় পার্টির সাংগঠনিক সংগ্রাম জীবন্ত রাখুন
১২। বাম ঐক্য প্রসঙ্গে
১৩। মনুষ্যত্ব ও নৈতিকতার কেন এই অধঃপতন
১৪। নভেম্বর বিপ্লব ও মহান লেনিন
১৫। মহান কার্ল মার্ক্স স্মরণে
১৬। বিপ্লবী সাংস্কৃতিক কর্মীদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা
১৭। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন ও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু
১৮। মহান এঙ্গেলস স্মরণে
১৯। শোষণমুক্তির প্রয়োজনেই শিবদাস ঘোষ মার্ক্সবাদ গ্রহণ করেছিলেন
২০। আদর্শগত ও সাংগঠনিক সমস্যা প্রসঙ্গে
২১। বর্তমান পরিস্থিতি ও নেতা-কর্মীদের কর্মপদ্ধতি
২২। সব শাসক দলই দুর্নীতিগ্রস্ত কেন
২৩। বিপ্লবী জীবন সংগ্রামে শিবদাস ঘোষের শিক্ষাকে পাথেয় করুন
২৪। বিজ্ঞান আন্দোলনের কর্মীদের প্রতি
২৫। নারীমুক্তি আন্দোলন প্রসঙ্গে
২৬। প্রতিবিপ্লব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে পারল কেন
২৭। নির্বাচনের পথে নয় মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাই মুক্তির পথ
২৮। এই সর্বগ্রাসী সংকটের কারণ কী
২৯। নিরন্তর সংগ্রামই কমিউনিস্ট চরিত্র গড়ে তোলার সঠিক পথ
৩০। জনস্বার্থে নির্বাচনকে কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে হবে
৩১। ছাত্র জীবনে রাজনীতি করা উচিত কি
৩২। দলের রাজনীতির ভিত্তিতে জনতাকে যে কোনও ক্ষেত্রে হোক সংগঠিত করুন
৩৩। নেতা ও শিক্ষক মহান লেনিন
৩৪। নির্বাচিত রচনা সংগ্রহ

— এ ছাড়াও অন্যান্য

বইগুলি এস ইউ সি আই (সি)-র শারদীয় স্টলগুলিতে পাওয়া যাবে

নতুন প্রকাশিত বই

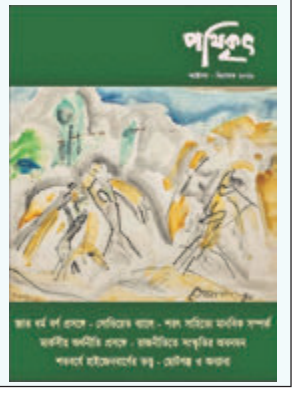

Editor : Amitava Chatterjee ■ Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ■ Printed by Soumen Basu at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 ■ Phone: 9433451998, 9432889347 ■ E-mail: ganadabi@gmail.com ■ Web: https://ganadabi.com